দৈনিক
ইনকিলাব

24 APR 2008

# মাদ্রাসাগুলো বন্ধের নীল নকশা ক্রমেই বাস্তবায়ন হচ্ছে

মোঃ আবদুর রহিম ঃ দেশের সরকারী নিবন্ধনভুক্ত মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ করে দেয়ার মহাপরিকল্পনার নীল নকশা ক্রমেই বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাদ্রাসা বন্ধের নীল নকশা যে বাস্তবায়নের কাজ চলছে তা জানান দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গত ১২ ফেব্রুয়ারী এক সার্কুলার (নং- ও এম-৪৯৪ বি:/০৭/২১৭৬/৭৩ বিশেষ) জারি করে। সার্কুলারের বিষয়বস্তু হচ্ছে— বেসরকারী মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের প্রতিনিধি আবশ্যক অর্থাৎ শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মাউশির মনোনীত ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র নিয়োগ বোর্ডে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। এর ব্যতিক্রম হলে নিয়োগ বিধিসম্মত হবে না এবং এমপিওভুক্তির জন্য গ্রাহ্য করা হবে না। উক্ত সার্কুলার মোতাবেক কোন

পৃঃ ১১ ঃ কঃ ২

## মাদ্রাসাগুলো বন্ধের নীল নকশা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাসায় শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করার জন্য অনুমতি চেয়ে মহাপরিচালক, মাউশি বরাবর দরখাস্ত করতে হবে। অথচ দেশের হাজার হাজার মাদ্রাসায় শিক্ষক স্বল্পতায় পাঠদান বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের অবাস্তব শিক্ষা বিধ্বংসী সিদ্ধান্তের ফলে সহকারী মৌলভী, জুনিয়র মৌলভী, ক্বারীসহ ইবতেদায়ী পর্যায়ে শিক্ষক সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বারবার বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পরও উপযুক্ত মহিলা শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। দেশের লাখ লাখ শিক্ষকের প্রতিনিধিত্বশীল একমাত্র সংগঠন জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সরকার এ মোতাবেক মাউশিতে দরখাস্ত করার পর আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় অনুমতি দিতে মাসের পর মাস প্রতিষ্ঠানসমূহকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হবে। সার্কুলার জারির পূর্ব পর্যন্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী সরকারী স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রফেসরগণ মাউশির মহাপরিচালকের প্রতিনিধিত্ব করতেন। নতুন সার্কুলার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের প্রায় দু'শতাধিক কামিল মাদ্রাসার অস্তিত্ব মাউশি বর্তমানে স্বীকারই করে না। কামিল স্তরের শিক্ষকগণের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকলেও তারা '৯৫ সনের জনবল কাঠামো দেখিয়ে কামিল স্তরের মাদ্রাসায় নিয়োগ পদোন্নতির সকল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এর ফলে প্রায় দু'বছর কামিল মাদ্রাসার স্টাফ প্যাটার্ন কোথাও নেই। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার বিনা কারণে বিনা নোটিশে কামিল মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ করে দিতে চান কি? ফাযিল ও কামিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ রেখে শিক্ষকবিহীন কোর্স কারিকুলাম চালু করে শিক্ষার নামে প্রহসন আর কতকাল চলবে?

অপরদিকে, স্কুল-কলেজের শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলাম সিলেবাস ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও হাইস্কুল ও কলেজের নিবন্ধন পরীক্ষায় একই প্রশ্ন দিয়ে মাদ্রাসার সহকারী ও প্রভাষক পরীক্ষা নেয়ার অর্থ মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের সুকৌশলে ফেল করানোর ব্যবস্থা করা এবং যারা পাস করেছেন তাদেরকে মহিলা কোটার অজুহাতে চাকরি হতে বঞ্চিত করা। প্রশ্ন উঠেছে, ইবতেদায়ী পর্যায়ে নিবন্ধন পরীক্ষার কোন প্রয়োজন বোধ করা নয়। এ পর্যায়ে সরকার নিবন্ধন পরীক্ষার ব্যবস্থাও রাখেননি। কিন্তু মাউশি ইবতেদায়ী পর্যায়ে নিবন্ধন ছাড়া এমপিও দিচ্ছে না। এ পদক্ষেপ কি পূর্বের ১৬ হাজার ইবতেদায়ী মাদ্রাসাকে পঙ্গু করার কৌশলেরই অংশ। এসব পদক্ষেপ মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রমের বড় বড় বুলিকে দিনের পর দিন ম্লান করছে। সরকার কি এসব বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এ সকল সংকট নিরসনের উদ্যোগ নিবেন না কি বিনা নোটিশে এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবেন? অতি দ্রুত এ সিদ্ধান্ত জাতিকে জানাতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য একশ্রেণীর কূটকৌশল একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার মড়ার উপর খাড়ার ঘা মেরে লাখ লাখ আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, শিক্ষক-কর্মচারী ছাত্রদেরকে মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে কার স্বার্থে? সরকারকে গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার এবং সাথে মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিরোধী সকল সার্কুলার প্রত্যাহার করা দরকার।